Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

২০ ভাদ্র ১৪৩২ | 04 September 2025

জনকণ্ঠ

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

৯ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে ডাকসু নির্বাচন

আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়

সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বুধবার ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ঢাবির আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনির -জনকণ্ঠ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে তৈরি আইনি জটিলতার নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগ। রায়ে উচ্চ আদালত বলেছেন, এই নির্বাচনে কোনো বাধা নেই। হাইকোর্টের রায় স্থগিত থাকবে এবং ৯ সেপ্টেম্বরই এই নির্বাচন হবে।

বুধবার দুপুরে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই রায় দেন। এর আগে এর ওপর দীর্ঘ সময় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

গত মঙ্গলবার চেম্বার আদালতের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব হাইকোর্টের আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল রাখেন এবং বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে উপস্থাপনের নির্দেশ দেন। আদালতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী শিশির মনির। রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

এস এম ফরহাদের প্রার্থিতায় বাধা নেই

রিটটি দায়ের করা হয় গত রবিবার। আদালতের আদেশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী শিশির মনির সাংবাদিকদের বলেন, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে চেম্বার জজ আদালতের দেওয়া আদেশ ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল রেখেছে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। এর অর্থ, নির্ধারিত তারিখে উৎসবমুখর পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আর কোনো সমস্যা নেই। তিনি নির্বাচন আয়োজনে সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

শিশির মনির বলেন, 'আপিল বিভাগে যুক্তি উপস্থাপনকালে আমরা বলেছি, এই রিট করা হয়েছে 'মেলাফাইডি ইনটেনশনে'। কর্তৃপক্ষ ২১ আগস্ট প্রাথমিক ও ২৬ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে। সে সময় কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়নি। অথচ ২৮ আগস্ট হঠাৎ করেই শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়, যা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ও

(২ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

৯ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্পূর্ণ মেলাফাইডি ইনটেনশনে করা হয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, মামলার জন্য যেখানে হয়নি, সেখানে স্থগিতাদেশ কীভাবে সম্ভব আমরা সেটি আদালতের সামনে উপস্থাপন করেছি। আদালত তা গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে ফরহাদের প্রার্থিতায়ও আর কোনো বাধা নেই।

গত রবিবার হাইকোর্ট এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ডাকসুর নির্বাচন প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকার কার্যক্রম ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করে আদেশ দেয়। এতে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু নির্বাচন অনিশ্চয়তায় পড়ে।

একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেম্বার আদালতে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করে। সোমবার বিকেলে চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করে, যা মঙ্গলবার পর্যন্ত কার্যকর ছিল। একইসঙ্গে আদালত নির্দেশ দেন, নিয়মিত বেঞ্চে লেভ-আপিল বিবিধ আবেদন (সিভিল মিসলেনিয়াস পিটিশন) না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।

পরদিন মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন আদালতে জমা দেয়। বিকেলে আবেদনটি আদালতের কার্যতালিকায় ওঠে এবং উভয় পক্ষের আইনজীবীরা শুনানিতে অংশ নেন। ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এস এম ফরহাদ। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি। তার প্রার্থিতা নিয়েই উঠেছে বিতর্ক।

রিটকারী বিএম ফাহমিদা আলম, যিনি নিজেও ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী, অভিযোগ করেন ফরহাদ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য। তাই তার প্রার্থিতা গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে ২৮ আগস্ট হাইকোর্টে রিট করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট নির্বাচন স্থগিত করে। হাইকোর্টের আদেশে বলা হয়, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে।

আদালত আরও নির্দেশ দেয়, রিট আবেদনকারী যেন ফরহাদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হওয়ার প্রমাণসহ ১৫ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন। ট্রাইব্যুনাল তখন অভিযোগ যাচাই করে, সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য শুনে ২১ অক্টোবরের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেবে।

প্রায় ২৮ বছর পর সর্বশেষ ২০১৯ সালের ১১ মার্চ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে গোলাম রব্বানী এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সাদ্দাম হোসেন বিজয়ী হন। প্রায় ছয় বছর পর তফসিল ঘোষণার পর ক্যাম্পাসে সক্রিয় সংগঠনগুলো প্যানেল ঘোষণা করে বেশ জোরেশোরে প্রচার শুরু করে। মোট প্যানেলও ঘোষণা করা হয়। তবে ভোটগ্রহণের সপ্তাহখানেক আগে 'দ্বিতীয় পার্লামেন্ট' খ্যাত এই নির্বাচন নিয়ে উচ্চ আদালতের আদেশ হওয়ায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ দেখা দেয়। তবে এই নির্বাচনের পথে বাধা কেটে যাওয়ায় সংশ্লিষ্টদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

যুগান্তর

৯ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে ডাকসু নির্বাচন

চেম্বার আদালতের আদেশ আপিল বিভাগে বহাল

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করে চেম্বার আদালত যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা আবেদনের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগ বুধবার এ আদেশ দেন। আপিল বিভাগে চেম্বার আদালতের দেওয়া স্থগিতাদেশ চলমান থাকবে আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। এর ফলে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে আর কোনো বাধা থাকল না—জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট গত সোমবার ডাকসুর নির্বাচনপ্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কার্যক্রম ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেছিলেন।

আপিল বিভাগের এই সিদ্ধান্তের খবরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ কেটে যাওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের মাঝেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু নির্বাচন আটকে গিয়েছিল হাইকোর্টের এক আদেশে। তবে তা স্থগিত চেয়ে সেদিনই (সোমবার) আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর পরিপ্রেক্ষিতে চেম্বার আদালত নিয়মিত সিভিল মিসলেনিয়াস পিটিশন (দেওয়ানি বিবিধ আবেদন) না করা পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন। ফলে নির্বাচনের পথ উন্মুক্ত হয়। মঙ্গলবার সিভিল মিসলেনিয়াস পিটিশন আদালতে দাখিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, যা চেম্বার আদালতে শুনানির জন্য ওঠে। চেম্বার আদালত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনটি বুধবার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারণ করেন। হাইকোর্টের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

● ধর্ষণের হুমকি : ঢাবি শিক্ষার্থী আলী হুসেনকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার ▶▶ পৃষ্ঠা ৭

চেম্বার আদালতের আদেশ আপিল বিভাগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদেশে স্থগিতাদেশের মেয়াদ এই সময় পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এর ধারাবাহিকতায় বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনটি আপিল বিভাগে শুনানির জন্য কার্যতালিকার এক নম্বর ক্রমিকে ওঠে। আদালতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনিরের সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন। অন্যদিকে রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম ও আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। এ ছাড়া ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী এস এম ফরহাদের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ইমরান এ সিদ্দিক শুনানি করেন।

শুনানিতে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, ডাকসু নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট মনোনীত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ যিনি রিট করেছেন, তার রিট করার কোনো আইনগত ভিত্তি (লোকাস স্ট্যান্ডি) নেই। কারণ রিটকারী ফাহমিদা আলম জিএস প্রার্থী নন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তাই এ রিট চলতে পারে না। রিটকারী ডাকসু নির্বাচন বানচাল করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ রিট দায়ের করেছেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদেশ দেন আপিল বিভাগ।

তফসিল অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ৯ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' থেকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন এস এম ফরহাদ। তিনি ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি। নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ নিয়ে ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা বিষয়ে গত ২৮ আগস্ট রিট করেন ডাকসু নির্বাচনে বামজোট মনোনীত 'অপরাজেয় ৭১', 'অদম্য ২৪' প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী ফাহমিদা আলম। গত সোমবার রিটের ওপর প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। রুলে ডাকসুর গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় জিএস পদে এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা দেওয়া কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। হাইকোর্ট এস এম ফরহাদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য তথা সম্পৃক্ততার অভিযোগের বিষয়ে তথ্য-প্রমাণাদিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালে ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করতে রিট আবেদনকারীকে নির্দেশ দেন।

আদেশে বলা হয়, ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গ্রহণ করে অনুসন্ধান করবে। রিট আবেদনকারী, ফরহাদসহ অন্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনবেন। ২১ অক্টোবর আদালতে প্রতিবেদন দেবেন। ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে ইতোমধ্যে ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির ও গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ আলাদা প্যানেল দিয়েছে। বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলো দুটি প্যানেল দিয়েছে। পূর্ণ ও আংশিক মিলিয়ে মোট প্যানেল ১০টির মতো। এবার ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৪৭১ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ৬২ জন। সদস্যপদে সবচেয়ে বেশি ২১৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১৮টি হলে ১৩টি পদে মোট ১ হাজার ৩৫ প্রার্থী চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন।

প্রার্থিতা ফিরে পেতে জুলিয়াস সিজারের রিট : ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদের প্রার্থিতা ও ব্যালট নম্বর পুনর্বহালের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে আরেকটি রিট করেছেন মো. জুলিয়াস সিজার তালুকদার। রিটে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় নাম ও ব্যালট নম্বর পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। বিচারপতি মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি ফয়েজ আহমেদের হাইকোর্ট বেঞ্চে বুধবার রিটটি কার্যতালিকাভুক্ত ছিল। তবে শুনানি হয়নি।

ডাকসু নির্বাচনে মো. জুলিয়াস সিজার তালুকদার ভিপি প্রার্থী হয়েছিলেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর গত ২৬ আগস্ট নির্বাচন কমিশন ডাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। চূড়ান্ত তালিকায় ভিপি প্রার্থী হিসাবে জুলিয়াস সিজার তালুকদারের নাম ছিল। তার ব্যালট নম্বর ছিল ২৬। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউজ টিউটর ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনে জুলিয়াস সিজার তালুকদারের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ দেন। পরে অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে শুনানি হয়। কিন্তু নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল তার প্রার্থিতার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ পাঠায়। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা ও ব্যালট নম্বর বাদ দেয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

প্রতিদিনের সংবাদ

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ডাকসুতে বিজয়ী হবে ছাত্রদল

—রিজভী

● দোহার (ঢাকা) প্রতিনিধি

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলই বিজয়ী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, আন্দোলন, সংগ্রাম ও নীতি-আদর্শের দল হলো ছাত্রদল। ঢাবির শিক্ষার্থীরা যদি অবাধভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে ছাত্রদলের প্যানেলই জয়ী হবে। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকার দোহারে বিএনপির ৪৭তম

■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বর্তমানে আলোচনায় থাকা পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে রিজভী বলেন, এখন হঠাৎ করে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অনেক কথা বলছে। পিআর পদ্ধতি কী? কোনো জনগণ বলতে পারবে? গ্রামের মানুষ, এ দেশের সাধারণ মানুষ বলতে পারবে? এটা কখনো ব্যবহার করা হয়নি। এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এটি তো জনগণ চায় না। সভায় উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন রাখেন, আপনারা কি পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চান? সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরা না না বলে স্লোগান দেন। জনগণ সরাসরি পদ্ধতিতেই নির্বাচন চায় বলেন তিনি।

ঢাকা জেলা বিএনপি সভাপতি খন্দকার আবু আশফাকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দোহার নবাবগঞ্জ ও আশপাশের উপজেলার বিএনপির নেতাকর্মীরা মিছিল করে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন। প্রায় দেড় দশক পর জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছে দলটি।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ততই বাড়ছে। এ বিষয়ে বিএনপির প্রত্যেক নেতাকর্মীকে সতর্ক থেকে কাজ করতে হবে। ভারতের প্রেসক্রিপশন নিয়ে যারা ক্ষমতা দখল করতে চায়, জনগণ তাদের আওয়ামী লীগের মতো শিক্ষা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। বিএনপি কোনো প্রভু দেশের তাঁবেদারির রাজনীতি করে না। শহীদ জিয়ার আদর্শের দল কখনো জনগণের সঙ্গে বেঈমানি করে না। আপসহীন নেত্রী বেগম জিয়া দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে জেলে ছিলেন। সেই জনগণই তাকে সম্মান দিয়ে আজ দেশের রাজনীতিতে চিরস্মরণীয় করেছে। আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনায় বিএনপি স্বৈরাচার বিতাড়িত করেছে। সমাবেশ শেষে বিএনপির নেতাকর্মীরা মিছিল ও শোভাযাত্রা নিয়ে জয়পাড়া কালেমা চত্বর থেকে লটাখোলা করম আলীর মোড় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন বাবু, মো. তজিউদ্দিন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি খন্দকার মাইনুল হোসেন, দোহার থানা বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম (মেছের), সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ, ঢাকা জেলা মহিলা দলের সভাপতি শামীমা রাহিম শিলা, বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম ব্যাপারী, ইয়ানুস আলী খান, এস এম আবদুল কুদ্দুস, ঢাকা জেলা কৃষক দলের সভাপতি জুয়েল মোল্লা, সাবেক ভিপি মহসীন রহমান (আকবর), জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল হাশেম প্রমুখ।

নারী নিপীড়নের হুমকি ও অব্যাহত সাইবার বুলিংয়ের প্রতিবাদে গতকাল সুপ্রিম কোর্টের সামনে মানববন্ধন করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ● প্রতিদিনের সংবাদ

ডাকসু নির্বাচনে আর কোনো বাধা নেই

● ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিতে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতের দেওয়া স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ফলে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৯ সেপ্টেম্বরই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে আর কোনো বাধা নেই। চেম্বার আদালতের দেওয়া স্থগিতাদেশ আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল থাকবে। গতকাল বুধবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। শুনানিতে ঢাবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির।

এর আগে সোমবার বিচারপতি হাবিবুল গণি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ডাকসু নির্বাচন আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট মনোনীত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে করা এক রিটের শুনানিতে এ আদেশ আসে। হাইকোর্টের ওই আদেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একইদিন বিকেলে ঢাবি কর্তৃপক্ষ আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করে।

চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন এবং বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে উপস্থাপনের

■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ডাকসু নির্বাচনে আর কোনো বাধা নেই

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্দেশ দেন। পরদিন মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চে আবেদন জমা দেয়। এরপর গতকাল বুধবার বেলা ১১টার পর প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শুনানি শেষে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হয়।

শুনানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, 'বহু প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচন ঘিরে যে আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আপিল বিভাগের আদেশে তার অবসান ঘটল। এখন নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন আয়োজনের আর কোনো বাধা নেই।' তিনি আরো বলেন, 'এ রিট উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছিল ডাকসু নির্বাচন বানচালের জন্য।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও নিশ্চিত করেছে, আদালতের রায়ের ফলে ৯ সেপ্টেম্বরের নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আর কোনো আইনি জটিলতা নেই। এরই মধ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো নির্বাচনী প্রচারণায় আরো তৎপর হয়ে উঠেছে। ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বামপন্থি জোট ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ প্রায় ১০টি প্যানেল এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট বামজোট সমর্থিত প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম হাইকোর্টে একটি রিট করেন। তিনি অভিযোগ করেন, জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এস এম ফরহাদ নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। রিটের শুনানিতে হাইকোর্ট নির্বাচন স্থগিত করার পাশাপাশি ফরহাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ১৫ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আলী হোসেন বহিষ্কার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী আলী হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাবির জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ ও গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

ঢাবি কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রক্টরিয়াল সত্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডারে প্রদত্ত প্রক্টরের এখতিয়ারভুক্ত সর্বোচ্চ শাস্তি। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী আলী হোসেনের শ্রেণি রোল ৫৪ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২০২০২১২৭৬৮। তিনি শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। এ ঘটনায় আলী হোসেনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিষয়ক কমিটিতেও পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, আলী হোসেন সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বামজোট মনোনীত মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গণধর্ষণের হুমকি দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কালবেলা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

ঢাবি ক্যাম্পাসে বুধবার প্রচারের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম » কালবেলা

ক্যাম্পাসে বুধবার প্রচার চালান ডাকসুতে ছাত্রশিবির সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম » কালবেলা

ডাকসু ভিপি প্রার্থী কাদের

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে

কালবেলা প্রতিবেদক »

১৯৭৩ সালের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সমর্থিত প্যানেলের বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আব্দুল কাদের। বুধবার মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আব্দুল কাদের বলেন, '১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে ব্যালট বক্স ছিনতাই করা হয়েছিল; গুলি, বোমাবর্ষণ হয়েছিল। পরে প্রশাসন ওই ডাকসু নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে। আজকেও ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গভীর ষড়যন্ত্র এবং বৃহৎ এক রাজনৈতিক শক্তি নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে।'

ডাকসুর এই ভিপি প্রার্থী বলেন, 'ভোটারদের আগ্রহ ও অনুকূল পরিবেশ অনুযায়ী, সুবিধা অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যে প্রস্তাব দিচ্ছি, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে তার বিপরীত কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছেন তারা।'

আমার দেশ

ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগে বুধবার সুপ্রিম কোর্টের সামনে মানববন্ধন করে ছাত্রদল ● খবর পৃষ্ঠা ১০ © আমার দেশ

ডাকসু নির্বাচন

সাক্ষাৎকারে বিন ইয়ামিন মোল্লা

দখলদারমুক্ত একাডেমিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব

মাহির কাইয়ুম, ঢাবি

বিন ইয়ামিন মোল্লা

আমার দেশকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেছেন, 'আমি প্রথম বর্ষ থেকে স্বপ্ন দেখতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদিন আধিপত্যের রাজনীতি উৎখাত হবে, পেশিশক্তির দখলদারিত্ব থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কখনো ফ্যাসিবাদের রাজনীতি ফিরতে পারবে না। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দখলদারমুক্ত একাডেমিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করব।'

বিন ইয়ামিন মোল্লা ছাত্র অধিকার পরিষদ মনোনীত প্যানেলের 'ডাকসু ফর চেঞ্জ' থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের স্যার এ এফ রহমান হলের শিক্ষার্থী। তার গ্রামের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। সম্প্রতি আমার দেশকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে তার পরিকল্পনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান প্রধান সংকটগুলোর বিষয়ে বিন ইয়ামিন বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান প্রধান সংকটগুলোর মধ্যে আবাসন সংকট অন্যতম। এটিকে পুঁজি করে বিগত সময়গুলোতে দখলদারিত্বের রাজনীতি তৈরি হয়েছিল। গেস্টরুম, গণরুম কালচার তৈরি হয়েছিল। সে কারণে আমাদের মূল অঙ্গীকার হলো 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান বেড, ওয়ান টেবিল।' এ স্লোগানকে সামনে রেখে আবাসন সংকট নিরসনে আমরা বিশেষ নজর দেব।'

বিন ইয়ামিন বলেন, 'এর পাশাপাশি মানহীন খাবার, লাইব্রেরি ও গবেষণা ফ্যাসিলিটি সংকট, সেকেলে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং সিস্টেম, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং নিম্নমানের স্বাস্থ্যসেবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান সংকট। আমরা নির্বাচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটগুলো সমাধানে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাব।'

কেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে চান—এমন প্রশ্নে বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, 'আমি এমন একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি, যেখানে শিক্ষার্থীরা আত্মমর্যাদা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারবে। নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারবে। ক্যাম্পাসে থাকবে রাজনৈতিক সহাবস্থান। ডান, বাম, মধ্যপন্থি—সবাই মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাবে।

» পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

» শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, একাডেমিক শিক্ষার্থীরা গবেষণামুখী হবে। তাদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে। তারা আরো বেশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবে। সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি একাডেমিক এক্সিলেন্সির বিশ্ববিদ্যালয় হবে। শিক্ষার্থীরা একটি সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় পাবে, যেখানে কোনো ভয়-ভয়ের পরিবেশ থাকবে না।

বিগত ডাকসুগুলোর তুলনায় এবারের ডাকসু নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে এই ভিপি প্রার্থী বলেন, প্রতিটি ডাকসু নির্বাচনই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯ সালের যে ডাকসু নির্বাচন ছিল, তা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই ডাকসুর মধ্য দিয়ে ২০২৪ সালের স্বৈরাচার পতনের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। তিনি বলেন, গেলোরের নির্বাচনে ছাত্রলীগের ভয়ে অনেকে প্রার্থী হতে পারেননি। আমরা সে সময় আতঙ্কে থাকতাম, ভয়ে থাকতাম। আর এবারে নির্বাচনে হাজার হাজার শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছে। সবাই দল-মত নির্বিশেষে নির্বাচনে লড়াই করছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এটিই এবারের নির্বাচনের আলাদা বৈশিষ্ট্য। এটিই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।'

বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, 'আমরা নির্বাচিত হলে রেজিস্ট্রার অফিসের সব কাজ অটোমেশনের আওতায় এনে এটিকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসে রূপান্তর করব। শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক উন্নতির জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা চালু করব এবং তাদের জন্য অন-ক্যাম্পাস পার্টটাইম জব চালুর ব্যবস্থা করব। অনেকেই টিউশনি করার কারণে নিজের পড়া বা গবেষণায় যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না। এগুলোর ফলে তারা উপকৃত হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গেস্টরুম ও গণরুম সংস্কৃতি চিরতরে নির্মূল করবেন জানিয়ে বিন ইয়ামিন বলেন, 'হলে সিট পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অপসংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এবং প্রথম বর্ষ থেকেই যাতে শিক্ষার্থীরা সিট পায়, তা নিশ্চিত করব। শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রস্তুত করতে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে প্রয়োজনমাফিক মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করার চেষ্টা করব।'

নিজেদের প্যানেল নিয়ে বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, 'আমাদের প্যানেল নিয়ে পুরোপুরি আশাবাদী। কেননা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ রাজনীতি সচেতন। তারা হুজুগে কাউকে ভোট দেবে না। ভোট দেওয়ার আগে প্রার্থীর বিগত দিনের কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে, পর্যবেক্ষণ করবে।'

তিনি বলেন, 'এছাড়া আমাদের প্যানেলের প্রার্থীরা বিগত দিনে শিক্ষার্থীদের পাশে ছিল। তাদের যৌক্তিক আন্দোলনে সব সময় পাশে ছিল। তাই শিক্ষার্থীরা আমাদের প্যানেলের ওপর ভরসা রাখবে বলে মনে করি।'

আপনি যদি নির্বাচিত নাও হন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে আপনার ভূমিকা কেমন হবে—এমন প্রশ্নের উত্তরে বিন ইয়ামিন বলেন, আগামী দিনগুলোতে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। নির্বাচনে জিতলে যেমন শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করব, না জিতলেও একই ভাবে শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়েই সচেষ্ট থাকব। ফলাফল যাই হোক, শিক্ষার্থীরা সর্বদা যে কোনো প্রয়োজন কিংবা ন্যায্য দাবির আন্দোলনে আমাকে তাদের পাশেই পাবে। আমার কাছে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সবার আগে।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

জনকণ্ঠ

ছবির চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে বুধবার 'ঢাকা : বলা না বলা কথা' শীর্ষক প্রদর্শনীর ছবি দেখছেন দর্শনার্থীরা

সংস্কৃতি সংবাদ

জয়নুল গ্যালারিতে পুরান ঢাকার গল্পময় প্রদর্শনী

সংস্কৃতি প্রতিবেদক ॥ ক্যানভাসজুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে বাদামি রঙের আবহ। সেই চিত্রপটে দৃশ্যমান হয়েছে সাবেকি আমলে গড়া ওয়াইজঘাটের এক দালান। কালের পরিক্রমায় বিবর্ণ হয়ে গেছে শতবর্ষী দালানটির সৌন্দর্য। সেই সুবাদে মলিন হয়ে গেছে স্থাপত্যের নান্দনিকতা। আর ভঙ্গুরতার এমন যেন পুরনো দিনের জৌলুসকে নতুন করে দেখার অভিপ্রায়ে দালানটির একপাশে জুড়ে গেছে চশমা পরিহিত কিশোরীর অবয়ব। প্রদর্শনালয়ের দেওয়ালে টাঙানো পাশের ছবিতে ধরা দিয়েছে পুরান সরু সরু গলির চিরচেনা পথ। পথের দুই পাশে উঁকি দিচ্ছে বেশ কিছু ভবন। জীবিকার তাগিদে কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকালে সড়কে নেমে পড়েছে কর্মব্যস্ত মানুষ। আরেকটি চিত্রকর্মে নিচতলা গাড়ি দিয়ে আরোহীকে নিয়ে গন্তব্যের পানে ছুটে চলেছে তিন চাকার বাহন রিকশা। এভাবেই প্রতিটি ছবিতে উঠে

(১৫ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

জয়নুল গ্যালারিতে

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

এসেছে পুরনো ঢাকার নিত্যদিনের গল্প। ধরা দিয়েছে এই শহরের যাপিত জীবন থেকে ইতিহাস-ঐতিহ্য। এসব ছবি এঁকেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের পঞ্চম ব্যাচের সাবেক চারুশিক্ষার্থীরা। ছবিগুলো নিয়ে অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে চলছে প্রদর্শনী। শিল্পায়োজনটির শিরোনাম 'ঢাকা : বলা না বলা কথা'।

মুঘল রাজধানী ঢাকার বেড়ে ওঠার ইতিহাসের সমান্তরালে এই মহানগরীকে ঘিরে আবেগ-অনুভূতির আখ্যানে পরিণত হয়েছে এই প্রদর্শনী। চিত্রকর্মের সঙ্গে ভাস্কর্যের সম্মিলনে আয়োজনে যুক্ত বৈচিত্র্যময়তা। অ্যাক্রেলিক, মিশ্র মাধ্যম, জলরং ও চারকোলে চিত্রিত হয়েছে চিত্রকর্মসমূহ। ঢাকার ইতিহাস ৪০০ বছরের বেশি হলেও এ আয়োজনে বিগত ২০০ বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নগরজীবনসহ নানা বিষয়নির্ভর ছবি এঁকেছেন শিল্পীরা। পুরান

বুধবার বিকেলে প্রদর্শনীটি অবলোকন করছেন ফাহমিদা রহমান নামের এক দর্শনার্থী। আলাপচারিতায় এই শিক্ষিকা বলেন, এই শিল্পায়োজনটির মধ্যে এক ধরনের ভালোবাসা আছে। সেই সূত্রে শহর ঢাকার প্রতি মায়া জাগিয়ে তোলে এই প্রদর্শনী। ভালোলাগার অনুভব তৈরি করে হৃদয়ে। দৃষ্টিতে জড়িয়ে পড়ে প্রশান্তি। চিরচেনা শহরকে নতুনভাবে উপলব্ধির সূত্র হয়ে ওঠে এই প্রদর্শনী। অন্যদিকে এই শহরের প্রতি শিল্পীদের ভালোবাসার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের সৃজিত শিল্পকর্মসমূহ।

বুড়িগঙ্গার তীরে ভেড়ানো ডিঙি নৌকা, জনাকীর্ণ শাঁখারি বাজারের রাতের দৃশ্য, পুরান ঢাকার জীর্ণশীর্ণ বাড়ি, সরু গলিতে রিকশার ছুটে চলা, যান্ত্রিক শহরে কাজের খোঁজে কর্মজীবী মানুষের ছুটে চলার ব্যস্ততা, কোলাহলমুখর শহরের শীতল সকাল, লালবাগ কেল্লায় অবস্থিত পরীবিবির মাজার, ঐতিহ্যের অনুষঙ্গময় রিকশা পেন্টিং, দূষিত বুড়িগঙ্গার দূষণসহ তেইশ শিল্পীর সৃজিত ২৭টি শিল্পকর্মে সেজেছে এই প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন- শামসুন্নাহার নাসরিন, মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, শরিফুল রাসেল, মোহাম্মদ রাশেদ কামাল, আব্দুস সাত্তার তৌফিক, সুমন বসাক, শামীমা সুলতানা, তানিশা শুভ্রা, মোসাম্মৎ আরজু লিলি, ফারহানা আক্তার ঝুমা, সবিনা আক্তার শিমু, শিবানন্দ অধিকারী বিপ্লব, মোহাম্মদ মহিদুল হাসান, শফিকুল হালদার, বানীয়া আলম, মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, হাবিবা আক্তার পাপিয়া, তাহসিনা নাজনীন, এস এম মাহমুদ হাসান খান পাঠান, শারমিন আক্তার রুমি, ফারহানা ইয়াসমিন শিপু, নুসরাত জাহান ও দীপা ইসলাম।

প্রদর্শনীটি চারুকলা অনুষদের পঞ্চম ব্যাচের ষষ্ঠ আয়োজন। আগামীকাল শুক্রবার শেষ হবে এই শিল্পায়োজন। সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।